যুগান্তর

তারিখ ... 6 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ...

ভর্তির নামে 'ডাকাতি'

রাজধানীসহ সারাদেশের স্কুলগুলোতে ভর্তির নামে বিশেষ করে নামিদামি স্কুলগুলোতে চলছে ভর্তিবাণিজ্য তথা ডাকাতি। তথাকথিত ভর্তি ও উন্নয়ন ফির নামে যে হারে টাকা আদায় করা হচ্ছে, তাকে ডাকাতি বললেও কম বলা হয়। কেউ কেউ বলে থাকেন 'চাঁদাবাজি'। ভুক্তভোগী অভিভাবকদের মতে, রাজধানীসহ সারাদেশের গুটিকতক নামিদামি স্কুল মূলত শিক্ষার নামে খুলে বসেছে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। শিক্ষাকে পণ্য করে বছরের পর বছর ধরে বেশ চুটিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে তারা। আর তাদের কাছে প্রায় জিম্মি হয়ে পড়েছেই অভিভাবক শ্রেণী। ভর্তি প্রক্রিয়া বিশেষ করে প্রথম শ্রেণীতে অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে এবার লটারির মাধ্যমে ভর্তির প্রক্রিয়া চালু করা হয়। তবে এ নিয়েও নানা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে ম্যানেজিং কমিটি, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষকসহ মন্ত্রী-এমপিদের কোটা ও সুপারিশে ভর্তি নিয়েও। কোটাপ্রথা ও সুপারিশে ভর্তির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হল, এতে করে প্রকৃত মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষার্থীরা বাদ পড়ে যায়। ফলে দেশ ও জাতি পিছিয়ে পড়ে ক্রমাগত। এর পাশাপাশি মড়ার উপর বাঁড়ার ঘা'র মতো যুক্ত হয়েছে মাত্রাতিরিক্ত ভর্তি ফি ও উন্নয়ন তহবিল আদায়। এর নামে তথাকথিত নামিদামি স্কুলগুলোতে ক্ষেত্রবিশেষে ন্যূনতম ২৫-৩০ হাজার থেকে সর্বাধিক টাকা নেয়ার সুনির্দিষ্ট অভিযোগও আছে। অনেক ক্ষেত্রে সন্তানের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে নিতান্ত বাধ্য হয়েই অভিভাবকদের নানাভাবে ধার-কর্জ ও গয়না বিক্রি করে টাকা জোগানোর সত্যতাও মিলেছে। গত কয়েক বছর ধরে ভর্তির নামে প্রকারান্তরে যে নৈরাজ্য চলছে তা অনেকটা প্রায় ধসে যাওয়া শেয়ার মার্কেট থেকে সাধারণ মানুষের শেষ সম্বল পুঁজি লুটেপুটে নেয়ার মতো। এর সঙ্গে বাড়তি উপদ্রব হিসেবে কোচিং বাণিজ্য তো রয়েছেই।

সরকারি-বেসরকারি স্কুলগুলোতে কোচিং বাণিজ্য বন্ধে হাইকোর্ট সম্প্রতি রুলনিশি জারি করেছেন সরকারের প্রতি। বুধবার শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে কোচিং বাণিজ্য বন্ধে এক আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়। এ সময় সরকারি ভর্তি নীতিমালা অমান্য করে অতিরিক্ত টাকা আদায়, ডোনেশন বা অনুদান ও উন্নয়ন ফির নামে অভিভাবকদের হয়রানি তথা শোষণ বন্ধেও আলোচনা করা হয়। সংশ্লিষ্ট একাধিক নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রী বিদ্যালয়ে ভর্তি ও কোচিং বাণিজ্যের নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, অবিলম্বে এসব বন্ধ করা না হলে সংশ্লিষ্ট স্কুলের এমপিওসহ প্রয়োজনে স্বীকৃতি বাতিল করে দেয়া হবে। যেসব স্কুল অতিরিক্ত টাকা আদায় করেছে, তাদের সেই অর্থ ফেরত দিতে হবে অবিলম্বে। সার্বিক অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, কয়েকটি স্কুলের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার সময় এসেছে। সম্প্রতি মিরপুরের মনিপুর স্কুলে অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়ের করতলিন প্রতিবেদন করতে গিয়ে এক তরুণী সাংবাদিকের লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটেছে সংসদ সদস্যের মতে। শিক্ষাঙ্গনে এহেন দুরবস্থা ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার চিত্র কোন সভ্য দেশে মেনে নেয়া যায় না। রাজধানীসহ সারাদেশের যেসব স্কুলে এবার অতিরিক্ত ফি আদায় ও ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে, যথাযথ তদন্তসাপেক্ষে সেগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে কালক্ষেপণ না করে। তা না হলে একদিন হয়তো অভিভাবকরাই এসব স্কুল ঘেরাও করতে বাধ্য হবেন।